দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৫ ...

১৭৫ বাউবি শিক্ষার্থীর পরীক্ষা অনিশ্চিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাবনা, ১৩ অক্টোবর ॥ বেড়া মঞ্জুর কাদের মহিলা ডিগ্রী কলেজের কেরানী জাহাঙ্গীর আলমের লাগামহীন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বা.উ.বি'র এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারল না ১৭৫ পরীক্ষার্থী। এতে তাদের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, গত ৯ অক্টোবর বা.উ.বি'র স্টাডি সেন্টার বেড়া মঞ্জুর কাদের মহিলা ডিগ্রী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু বা.উ.বি'র ১ম বর্ষের ১৭৫ জনের প্রবেশপত্র ও পরীক্ষার সিটে নাম না আসায় তারা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আলমগীর হোসেন, মোঃ ফিরোজ হোসেন, মোতাহার হোসেন, জেসমিন রহমান, সুজন শেখ, রুমা খাতুন, মোছাঃ উম্মে আয়সা খাতুন, মোঃ নাসির উদ্দিন, শ্রী সুজন কুমার দাসসহ ৫৯ জন লিখিত অভিযোগে জানান, ১ম বর্ষের রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ দুই হাজার ৯৫০ টাকা থেকে তিন হাজার ৫০০ টাকা করে কলেজের জাহাঙ্গীর আলমের কাছে জমা দেয়।

কিন্তু কেরানী জাহাঙ্গীর আলম কলেজ হিসাবখাতে টাকা জমা না দিয়ে নিজে আত্মসাত করেন। গত ৭ অক্টোবর থেকে সে কলেজে না এসে পালিয়েছে।

বেড়া মঞ্জুর কাদের মহিলা ডিগ্রী কলেজের ও বাউবি এইচ.এস.সি প্রোগ্রাম কেন্দ্র সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তিনি এই প্রতিষ্ঠানে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে যোগদান করেছেন। জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েছেন। সে যে কাজটি করেছে তাতে করে শুধু ছাত্র-ছাত্রীর একটি বছরই নষ্ট হয়নি, সেই সঙ্গে কলেজের ভাবমূর্তিও নষ্ট হয়েছে।

এ ব্যাপারে উর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

বাউবির পাবনা কার্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ বিষয়ে আগে থেকে তিনি কিছু জানেন না। শিক্ষার্থীদের একটি বছর অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।